অনেকদিন আগের কথা। অশ্বপতি নামে এক ধার্মিক রাজা তখন মদ্রদেশে রাজত্ব করতেন।

রাজার অনেক স্ত্রী ছিল - তখন সেটাই ছিল নিয়ম।
রাণীরা মোটামুটি হেসেখেলেই দিন কাটাতেন।

এই পবিত্র অগ্নির ভিতর থেকে দেবী আপনার পূজা গ্রহণ করবেন।

তিনি কি আমার ইচ্ছা পূরণ করবেন?

হঠাৎ সমস্ত মন্দির জুড়ে যেন আলোর বান ডাকলো। দেবী রাজাকে দর্শন দিলেন।

তোমার মনে কোনো পাপ নেই। আশীর্বাদ করছি, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে।

মাস গেলো, মাস এলো। তারপর ঠিক দিনটিতে রাজপ্রাসাদের আশে পাশে হাজার মানুষ ভীড় করলো।
কোনো খবর আছে?
তোমার কি মনে হয়? ছেলে হবে তো?

কিছুক্ষণ পরে রাজার অন্দরমহলে
যাও রাজাকে খবর দাও। মেয়ে হয়েছে।

মেয়ে হয়েছে। রাণী মা ভাল আছেন।
এত দিনে!

রাজ্য জুড়ে হৈ হৈ-ফূর্তি। রাজা দানছত্র খুললেন। জামা-কাপড় সোনা দানা পেয়ে প্রজারা খুবই খুশী।
রাজার জয় হোক রাজকন্যার জয় হোক!

সাবিত্রী দেবীর দয়ায় ওকে পেয়েছি। ওর নাম রাখবো সাবিত্রী।

শিশু না হলে রাজার বাড়ি? তার হাসি যেন মুক্তো ঝরছে।
আমাদের মেয়ে। কিন্তু একদিন আরেকজনের ঘরে চলে যাবে!
মেয়েরা ফুলের মতো। তারা যেখানেই যায়, সেখানেই ঝিকিক দিয়ে জ্যোৎস্না ফোটে।

একটু বড় হয়ে সাবিত্রী গান বাজনা, দর্শন আর ....

.... জ্যোতিষ শাস্ত্র শিখলেন।
আকাশের তারা আমাদের ভাগ্য ঠিক করে দেয়?

রাজকন্যার মনে এই প্রথম বিষাদের ছোঁয়া লাগলো। পৃথিবীতে বিচ্ছেদ আছে মৃত্যু আছে।
বাবা! আমার বন্ধুরা বলছে, সব মেয়েরই একদিন বিয়ে হয়। তখন তাদের নিজের বাড়ি থেকে দূরে চলে যেতে হয়। আমি কিন্তু কোথাও যাচ্ছি না
হা! হা! তুই এখনই মন খারাপ করছিস! তোর বিয়ের অনেক দেরী।

দেরি ঠিকই; কিন্তু সময় হাঁটেনা, ছোটে। সাবিত্রীরও বিয়ের বয়স হোলো। একদিন —
বাবা! আমি মন্দিরে যাবো?
একা? আচ্ছা যা! তুই তো এখন বড়ই হয়েছিস!

পাহাড়ের উপর মন্দির, শান্ত আর নির্জন। সাবিত্রীর খুব ভাল লাগলো।
এখানে আগে আসি নি কেন?

ফেরার পথে বাড়ির উঠানে যখন পা দেবেন সাবিত্রীর চোখে পড়লো একদল যুবক ঘোড়া-ছুটিয়ে তাঁর পাশ দিয়েই যাচ্ছেন।
শুভদিন, রাজকন্যা!

আমাকে দেখে মাথা নিচু করছেন কেন?
কারন, আপনি আমাদের রাজার মেয়ে।

ও যদি রাজকন্যা নাই হতো, তবু আমি ওকে দেখলেই মাথা নোওয়াতাম। সুন্দরের কাছে কে না মাথা নিচু করে?

সাবিত্রী দূরে থেকেও কথাটা শুনতে পেলেন। লজ্জায় তাঁর মুখচোখ লাল হয়ে গেল।
কী চমৎকার ঘোড়াগুলি!
আয় সাবিত্রী, আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে।

জানলা থেকে রাজা সব কিছুই দেখলেন।

বাবা! আপনার জন্য মন্দির থেকে ফুল এনেছি।
তোর মুখ চোখ লাল কেন মা?

হঠাৎ রাজার খেয়াল হলো, তাঁর মেয়ে এখন অপূর্ব সুন্দরী হয়ে উঠেছে। বাইরের পৃথিবী থেকে আর তাঁকে আড়াল করা যাবেনা।
ও! বাইরে যা সূর্যের তাপ!
এবার ওর বিয়ের ব্যবস্থা করতেই হবে।
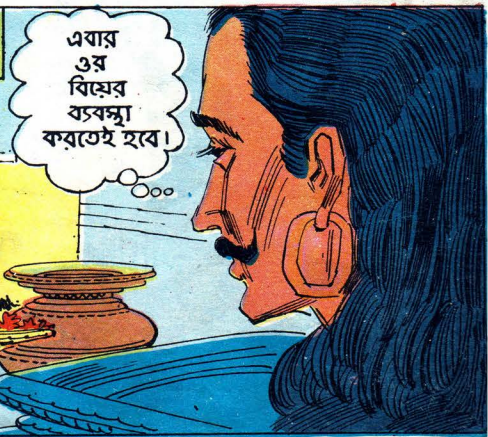
সাবিত্রীর রূপ আর নানা গুণের কথা একরাজ্য থেকে অন্যরাজ্যে পৌঁছে গেল। এক রাজার দরবারে —
মদ্রের রাজকন্যা এখন বিয়ের যোগ্য হয়ে উঠেছে।
আমার ছেলেরা ওর নখের যোগ্য নয়। কী করে এমন বিয়ের কথা ভাবছো!

আর একজন রাজার উত্তর —
না। আমার ছেলে না। ওর মতো গুণবতী মেয়ের জন্য সারা পৃথিবী খুঁজতে হবে।

সর্বত্রই একই কাহিনী ....
এবার কুমারের বিয়ে দিতে হয়। মদ্রের রাজার কাছে লোক পাঠাবো?
সাবিত্রীর কথা ভাবছেন? আমার ছেলে কোনোদিক থেকেই ওর উপযুক্ত নয়।

সুতরাং মদ্রের রাজার কাছে কোনো বিয়ের প্রস্তাবই এলোনা।
সাবিত্রীর বিয়ের জন্য কেউ প্রস্তাব পাঠিয়েছে?
না মহারাজ!

রাজসভার বিদূষক কিন্তু অন্যরকম ভাবছিলেন....
ও নিজেই ওর বর-কে পছন্দ করে নিক না।
আপনি ঠাট্টা করছেন?

অনেক ভেবেচিন্তে রাজা কিন্তু বিদূষকের পরামর্শই মেনে নিলেন। তিনি সাবিত্রীর কাছে কথাটা পাড়লেন। সাবিত্রীর কাছ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।
বিয়ে করায় আমার একটুও ইচ্ছে নেই। আপনারা আমাকে বাড়িছাড়া করতে চাইছেন কেন?

অনেকদিন থেকেই একটা কথা চলে আসছে- যে বাবা মেয়ের বিয়ে দেয়না, সে অপরাধী।

ঠিক আছে, আপনি যা বলবেন, আমি তাই করবো।

ঠিক হলো সাবিত্রী নানা রাজ্য ঘুরে তাঁর পছন্দ মত বরকে নিজেই বেছে নেবেন। তাঁর সঙ্গে যাবেন রাজার বিশ্বস্ত মন্ত্রী।
তোর সঙ্গে মানাবে এমন একজনকেই পছন্দ করিস, মা!

একবার বাইরে বেরিয়ে সাবিত্রীর খুবই ভাল লাগছিল। চারিদিকে প্রকৃতির শোভা, পাহাড় নদী আরও কত দৃশ্য।

একদিন যখন বনের ধার ঘেঁসে তাঁদের রথ যাচ্ছিল, এক তরুণ সন্ন্যাসী কে তাঁর চোখে পড়লো।
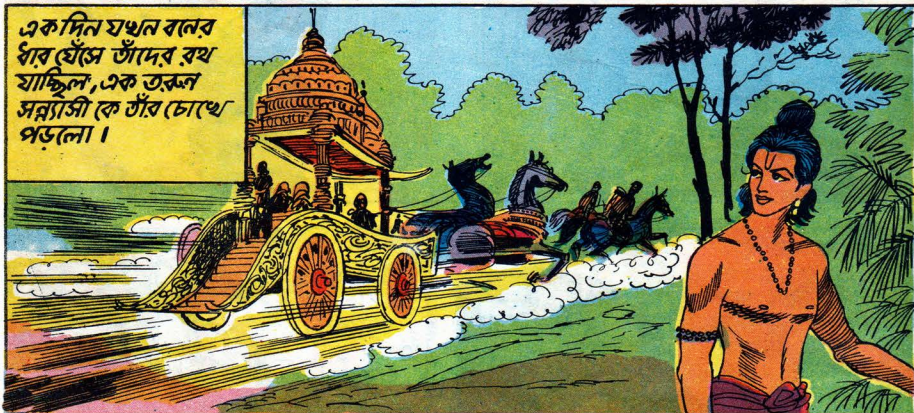
তাঁকে দেখেই সাবিত্রীর মনের ভিতরটা যেন কেমন করতে লাগলো। এমনতো তাঁর কখনও হয়নি।
এত অল্প বয়েস, অথচ সন্ন্যাসী?

তাঁর মনের মধ্যে সন্ন্যাসীর মুখ কেবলই উঁকি দিতে লাগল।
আগামী কাল আমরা বারানসী পৌঁছাবো।

সেখানে রাজমহলে

আমার ছেলেরা সবাই সাহসী ও শক্তিমান। তুমি যাকে ইচ্ছে পছন্দ করে আমার ঘরের লক্ষ্মী হয়ে থাকো।

ফেরার পথে একই বনের ধার ঘেঁসে তাঁদের রথ এগুতে লাগলো।
বড় পিপাসা পেয়েছে। দেখুন না, কোথাও জল পাওয়া যায় কিনা।
ঐতো, এক কুটির দেখা যাচ্ছে। আমি জলের খোঁজে যাচ্ছি।

এবার সাবিত্রীর চমকে ওঠার পালা। অথবা এই আশাই তিনি করছিলেন।

রাজকন্যার জন্যে জল এনেছি।
তিনিই! কিন্তু তিনি যে সন্ন্যাসী। আমি কী করি?

কিন্তু কিছু একটা করতেই হবে। জানতে হবে, তাঁর ভাগ্যে কি আছে?
একটু থামুন! খোঁজ নিন উনি কে? ওর সম্বন্ধে যা জানতে পারেন—
ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি।

একটু পরেই মন্ত্রী ফিরে এলেন।
উনি সন্ন্যাসী নন, রাজার ছেলে। নাম সত্যবান। ওঁরা রাজ্য হারিয়ে নির্বাসনে দিন কাটাচ্ছেন। ওঁকেই কি তোমার পছন্দ
হ্যাঁ!

অবশেষে সাবিত্রী পিতৃগৃহে ফিরে এলেন। রাজা মেয়েকে আদর করে কাছে টেনে নিলেন,

আয় মা। তোর পছন্দমতো কাউকে পেলি?

হ্যাঁ, বাবা!

সবাই মিলে কী আলোচনা করছিলেন?
আমার মেয়ে একটি গরীব ছেলেকে বিয়ে করতে চাইছে। তার নাম সত্যবান।

সত্যবান?
মেয়েটা ওকে পছন্দ করলো কেন?

দেবর্ষির চোখে বিষাদের ছায়া পড়তে দেখে রাজা তাঁকে প্রশ্ন করলেন —
আপনি ওকে চেনেন?
হ্যাঁ। ওর বাবা দ্যুমৎসেন ছিলেন শাল্ব দেশের রাজা। ভাগ্য দোষে তিনি অন্ধ হয়ে যান। তারপর রাজ্য হারান।

তাহলে আপনি ওর নাম শুনেই চমকে উঠলেন কেন? ওরা বনে বাস করছে, এটাই কি কারণ?
না, তা নয়!
কী করে আসল কারণটা ওঁকে জানাবো?

অশ্বপতি একের পর এক প্রশ্ন করতে লাগলেন।
ওর স্বভাব-চরিত্রে কোনো দোষ আছে? কাপুরুষ নয়তো?
ওর মতো উদার, সাহসী মানুষ দুটি নেই।

শেষ পর্যন্ত নারদকে গোপন কথাটা ফাঁস করতেই হলো।
আজ থেকে ঠিক এক বছর পর ওর মৃত্যু হবে– এটাই নিয়তির লিখন।

তার মানে আমার মেয়ে এক বছর পরেই বিধবা হবে।
হ্যাঁ। যদি সত্যবানকেই বিয়ে করে।

অশ্বপতি খুবই বিপন্ন বোধ করতে লাগলেন। সাবিত্রীকে কাছে ডাকলেন।
মা! সত্যবানের সঙ্গে তোর বিয়ে হবে না। ওর আয়ু আর মাত্র এক বছর।

কিন্তু বাবা! আমি যে ওঁকেই বিয়ে করবো বলে মনস্থির করে ফেলেছি। কী করে আরেক জনের সঙ্গে ঘর করবো?

শেষ পর্যন্ত অশ্বপতিকে হার মানতেই হলো।
আপনার মেয়ে যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিয়েছে। সত্যবানের সঙ্গেই ওর বিয়ে দিন।
তবে তাই হোক!

কয়েকদিন পরেই সাবিত্রীকে নিয়ে এক বিরাট শোভাযাত্রা বনের দিকে রওনা হলো। বনের সাধু সন্ন্যাসীরা এগিয়ে এসে সবাইকে অভ্যর্থনা জানালেন।

অশ্বপতি বিয়ের মন্ত্র পড়ে সাবিত্রীকে সত্যবানের হাতে সম্প্রদান করলেন।

বাবা-মা বিদায় নিয়ে চলে যাবার পর সাবিত্রী গায়ের গয়না আর দামী পোশাক ছেড়ে একটি সাধারন পোশাক পরলেন।

এভাবে সেজেছো কেন?

তুমি সন্ন্যাসী। আমি তোমার স্ত্রী। অন্য কীভাবে সাজবো?

সাবিত্রী তাঁর শ্বশুর-শাশুড়িকে সব সময় সেবা-যত্ন করতেন। তাঁরাই যেন তাঁর বাবা-মা।
যাও মা! দেরী হয়ে যাচ্ছে। এবার শুতে যাও!
আচ্ছা বাবা, একটু পরেই যাচ্ছি!

দিন যেতে লাগলো। সাবিত্রীর মনের ভিতর কিন্তু সব সময় একটা ভীষণ ভয় –
মা! আজ মাসের ক' তারিখ?
আজ কৃষ্ণা অষ্টমী।
আর মাত্র ছ দিন বাকি।

আরও তিন দিন চলে গেলো। সাবিত্রী এবার অনশন ব্রত সুরু করলেন।
কিন্তু মা! তুমি এই কঠিন তপস্যা করছো কেন?
আমার তো কোনো কষ্ট হচ্ছে না বাবা! বেশ ভাল লাগছে।

আর মাত্র এক দিন। সাবিত্রী সারারাত ঘুমাতে পারলেন না। মনের ভিতর শুধু একটিই চিন্তা –
কালই ওর আয়ু ফুরিয়ে যাবে? আমার কী কিছুই করার নেই?

বনে পা দিতেই সাবিত্রীর মন আতঙ্কে ভরে গেলো !

পৃথিবী কত সুন্দর। কিন্তু জীবন এত ছোট যে দুচোখ ভরে তাকে দেখার সুযোগই হয় না!

এখনই এ সব চিন্তা করছো কেন? এতে শুধু মন খারাপ হয়।

হঠাৎ সত্যবানের সমস্ত শরীর দিয়ে ঘাম ছুটতে লাগলো। অসহ্য যন্ত্রণায় তিনি ছটফট করতে লাগলেন।

সাবিত্রী!

ওহ! না!

কিছুক্ষণের মধ্যেই বনের ভিতর অন্ধকার নেমে এলো। কোথাও এতটুকু বাতাস বইছেনা। সাবিত্রী একবার পিছনে তাকাতেই দেখলেন আগাগোড়া লাল পোষাক পরা কে যেন তাঁদের দিকে এগিয়ে আসছে। তাঁর মাথায় জ্বল জ্বল করছে সোনার মুকুট ।

সাবিত্রী অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন, কিন্তু ভয় পেলেন না।
আপনি কে?
তুমি বুঝতে পারছ না? আমি মৃত্যুর দেবতা যম, সত্যবানের আত্মাকে নিতে এসেছি।

প্রভু, আপনি? আমি তো জানতাম এ কাজ আপনার দূতেরা করে। কিন্তু আপনি নিজে এসেছেন কেন?
সত্যবান সাধারন মানুষ ছিলেন না। তিনি ছিলেন সৎ এবং নিষ্পাপ। তাই আমাকে আসতে হয়েছে।

যম একটি ছোট দড়ির ফাঁস বের করে তাই দিয়ে সতবানের শরীর জড়িয়ে নিলেন। তার পর যে দিক থেকে এসেছিলেন সেই দিকে ফিরে গেলেন।

সাবিত্রী বুঝতে পারলেন সত্যবানের দেহে আর জীবনের কোনও অবশিষ্টই রইলোনা।
আর এখানে থেকে লাভ নেই। আমাকে এখন যমের পিছুনেই ছুটতে হবে।

কিছু দূর থেকে তিনি যমকে অনুসরণ করলেন। বনের লম্বা নরম ঘাস তাঁর নূপুরের শব্দকে আড়াল করলো ।

তারপর যম এক ঝর্ণা পার হলেন। সাবিত্রী পিছনে হাঁটতে লাগলেন। এখানেও তার পায়ের শব্দ শোনা গেলনা ।

তারপর শক্ত পাথরের রাস্তা। এবার কিন্তু নূপুরের শব্দ শুনতে পাওয় গেল, যেন বাতাসের দীর্ঘশ্বাস।

যমের কানে সেই বিষন্ন শব্দ পৌঁছালো। একটু থেমে তিনি বুঝতে চেষ্টা করলেন, কোথাথেকে ঐ আশ্চর্য শব্দ আসছে?

তুমি আমার পিছু নিয়েছ কেন?
আমার স্বামী যেখানে যাচ্ছেন, আমাকেও সেখানেই যেতে হবে।

তোমার স্বামী মারা গেছেন। তোমাকে এবার ফিরে যেতে হবে।
তিনি প্রাণ ফিরে পেলে, তবেই।

যা অসম্ভব, তুমি তাই চাইছ। কিন্তু সেকথা থাক। আগে বলো, তোমাকে আমি সাহায্য করবো কেন?
মেয়েটার অসীম ধৈর্য্য; দেখা যাক বিদ্যার দৌড় কত?

লোকে বলে এক সঙ্গে সাত পা হাঁটলে বন্ধুত্ব হয়। আমি আপনার সঙ্গে, সাত পা-র অনেক বেশী হেঁটেছি।

মৃত্যুর দেবতা সাবিত্রীর উত্তর শুনে খুশী হলেন....
তুমি সত্যিই বুদ্ধিমতী! তোমার স্বামীর জীবন ছাড়া আর যে কোন বর চাও। আমি তোমার ইচ্ছপূরণ করবো।
আমার শ্বশুরকে তাঁর দৃষ্টি আর রাজ্য ফিরিয়ে দিন।
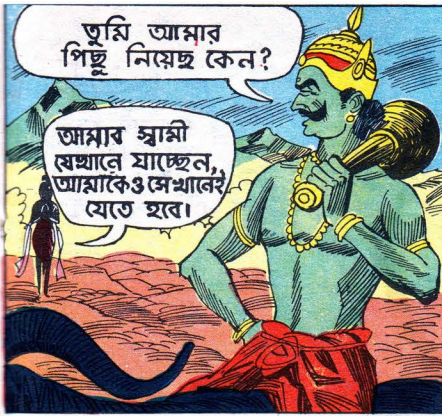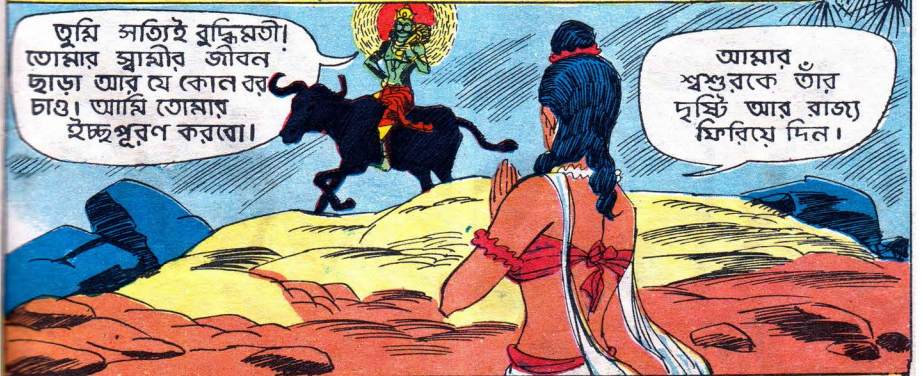
সাবিত্রী নিজের জন্যে কিছুই চাইলেন না
যম খুশী হয়েই তাকে বর দিলেন ।
এবার ফিরে যাও মা। তুমি অনেক দূর চলে এসেছ-এরপর পথ চিনে ফিরতে পারবে না।
জীবনে মরণে উনিই আমার স্বামী। ওঁকে আমার অনুসরণ করতেই হবে।

কিন্তু তিনি তো এখন বনের ভিতরেই শুয়ে আছেন। তোমার উচিত তাঁর সৎকারের ব্যবস্থা করা।
আপনি আমাকে পরীক্ষা করছেন কেন? আত্মা যখন শরীরকে ছেড়ে চলে যায় তখন শরীরের মূল্য কি?

সাবিত্রীর কথা তো শুধু কথা নয় যেন গান।
যম থমকে দাঁড়ালেন।
তোমার স্বামীর প্রাণ তার শরীর ছেড়ে অনেকক্ষণ চলে গেছে। কিন্তু তোমার কথা আমার খুবই ভাল লাগছে। আর দুটি বর চাও আমি খুশী হয়ে তোমার ইচ্ছা-পূরণ করবো।

সাবিত্রী জানতেন সোজাপথে যম সত্যবানের প্রাণ ফিরিয়ে দেবেন না। তাঁকে অন্যপথ নিতে হবে।
আমার বাবার কোনো পুত্র-সন্তান নেই, আপনি বর দিন, যেন তাঁর পুত্রলাভ হয়।
তথাস্তু। এবার অন্য বরটি চেয়ে নাও।
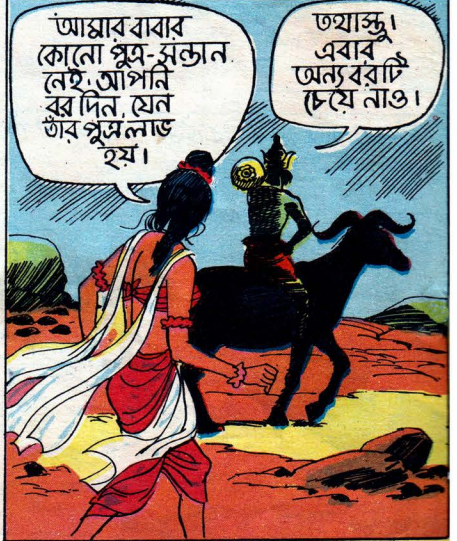
এই বর দিন যাতে আমার একশো ছেলে হয়।

তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে।
প্রভু আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ!

যম আবার যাত্রা শুরু করলেন। কিছুদূর গিয়ে সাবিত্রীকে একবার শেষ দেখার জন্য, তিনি পিছনে তাকালেন।
একী। তুমি এখনও দাঁড়িয়ে আছ কেন?
আমার স্বামীর মৃত্যু যদি আপনার ইচ্ছা, তাহলে আমি কী করে এতগুলি ছেলের মা হবো?

শেষপর্যন্ত আমাকে ফাঁদে ফেলেছে!
তোমার ভালবাসার কোনো তুলনা নেই। আমি সত্যবানের জীবন ফিরিয়ে দিলাম।

বর পেয়েই সাবিত্রী বনের রাস্তাধরে - হাঁটলেন না - প্রাণপণে দৌড়াতে লাগলেন। শরীর আর মনে তখন তাঁর দারুণ তেজ আর তেমনি আনন্দ।

সত্যবান একই ভাবে শুয়ে আছেন! এক মুহূর্তের জন্য সাবিত্রীর মনে সন্দেহ দেখা দিল।
ও সত্যিই বেঁচে উঠেছে তো? শরীরে কোনো সাড়াশব্দই যে নেই!
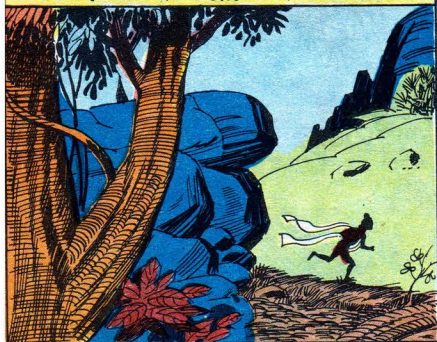
সাবিত্রী জানতেন মসৃণ পাথর একজন জীবিত মানুষের সামনে ধরলে তার নিশ্বাসে ঐ পাথর ধোঁয়াটে হয়ে যায়। তিনি আঙুল থেকে আংটি খুলে সত্যবানের নাকের কাছে ধরলেন।
বেঁচে আছে! ও বেঁচে আছে!

একটু পরেই সত্যবান চোখ মেলে তাকালেন।
আমি কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম?

ফেরবার পথে দুজনাই খুব খুশী। সত্যবানের আনন্দ, তার অসহ্য মাথাধরা সেরে গেছে, আর সাবিত্রীর তো তখন বুকভর্তি সুখ।
আমাদের একশো ছেলে হবে। উনি বলেছেন।
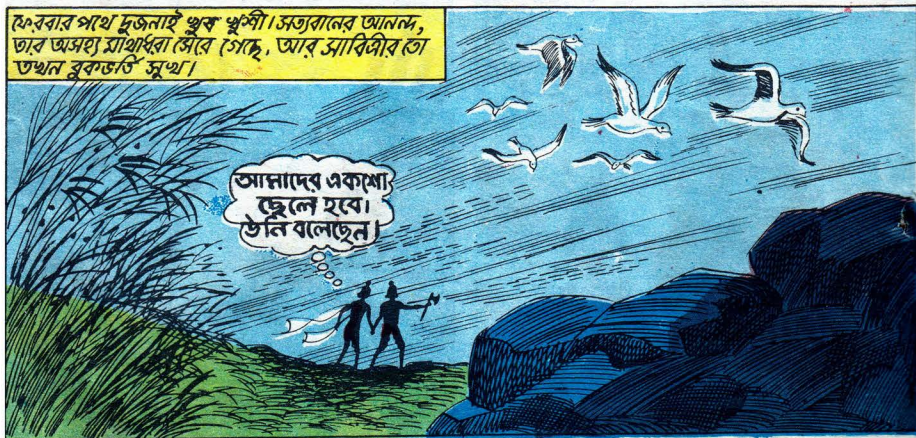
ওঁরা বাড়ি ফিরছেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই–
আমার দিকে এভাবে তাকিয়ে আছো কেন?
আমি দেখতে পাচ্ছি! তোমাকে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি!

কিন্তু, ওরা কোথায়, সত্যবান আর সাবিত্রী? এতক্ষণে ওদের ফিরে আসার কথা।

দ্যুমৎসেন দুশ্চিন্তা করছেন, এমন সময় দেখা গেল বনের ভিতর যেন একটা ধুলোর ঝড় বয়ে যাচ্ছে।
ঝড় আসছে না তো?
না। কারা যেন ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে!

কিছুক্ষণের মধ্যেই অশ্বারোহীদের দেখতে পাওয়া গেল। তারা সবাই দ্যুমৎসেনের চেনা, তাঁর হারানো রাজ্য থেকে এসেছে।
মহারাজ! শত্রুরা এতদিনে পিছনে হটেছে। আমরা আপনাকে ফিরিয়ে নিতে এসেছি।
আরেক আশ্চর্য ঘটনা!

কিন্তু আমার ছেলে আর বউমা? আগে তাদের খোঁজ করতে হয়।
চলুন আমরা বনের দিকেই এগিয়ে যাই।

তাঁদের বেশী দূর যেতে হলো না....
সত্যবান! সাবিত্রী! এত দেরী হলো যে?
বাবা! এসবের মানে কি?

সাবিত্রী তুমি স্বেচ্ছায় গরীবের ঘর করতে এসেছিলে। এবার কিন্তু তোমাকে সিংহাসনে বসতে হবে, মা! ছেলে হলে সবাই রাজপুত্র বলে ডাকবে।
উনি যত বর দিয়েছেন সব সত্যি হবে।

নির্বাসন পর্ব শেষ হলো। দ্যুমৎসেন সপরিবারে যাত্রা করলেন তাঁর ফিরে পাওয়া রাজ্যের দিকে। এখন তো সবার মুখেই হাসি। কিন্তু সবচেয়ে হাসি কার মুখে? কে বলতে পারে?
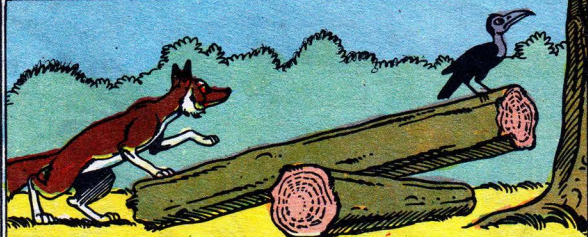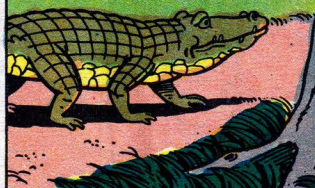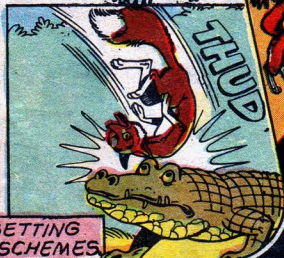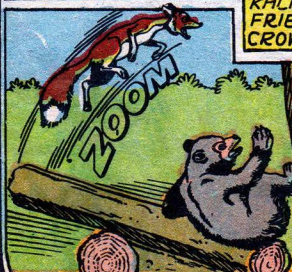
CHAMATAKA, THE CUNNING JACKAL-
PLOTTING ALL THE TIME...
SHORT-TEMPERED BABLOO...
DOOB-DOOB THE CROCODILE-
VAIN, STUPID, BUT LOVABLE.
AND THE RABBITS, KEECHU AND MEECHU ...SUNDAR, THE PEACOCK...SHONAR THE DEER
...ABOVE ALL KALIA, THE FRIENDLY CROW...
ZOOM
THUD
...WHO IS ALWAYS UPSETTING CHAMATAKA'S WICKED SCHEMES.
Meet
Kalia and
his gang in
A TINKLE
COLLECTION
OF
Adventures of
Kalia The
Crow
64 pages • Rs. 9
IBH
Distributed by :
India Book House
Rs. 9
AMAR CHITRA KATHA
A TINKLE COLLECTION
ADVENTURES OF
Kalia
THE CROW